অভিনব আপ্যায়ন

ঊষা রায়

বাইরের ঘরের দরজা খুলে বেশ আপ্যায়ন করে বসালো অচেনা যুবকটিকে অল্প বয়সী ছেলেটি। পাখার স্পিড বাড়িয়ে দিল। ভিতর থেকে এক গ্লাস ঠান্ডা জল এনে ধরিয়ে দিল। এসবের কারণ, ছেলেটি এবাড়ির কর্তার নাম করে জানতে চেয়েছে 'অমুকদা বাড়ি আছেন।'

যুবকটি মোহিত। গৃহস্বামী 'অতিথি বৎসল' বলে নাম আছে। ছেলেটি একটা চেয়ার টেনে যুবকের সামনে বসে পড়ল। ছেলেটির খালি গা এবং সমস্ত অবয়বে দৃষ্টি বুলিয়ে যুবকের মনে হল সে ওবাড়ির কাজের ছেলে। যুবকের দু-একটি কথার উত্তরে ছেলেটি সংক্ষেপে উত্তর দিল। নিজে কোনও প্রশ্ন করল না।

মিনিট কুড়ি দুজনে মুখোমুখি বসে থেকে কেটে গেল। তখনও গৃহকর্তা বাইরের ঘরে না আসায় অধৈর্য হয়ে যুবকটি প্রশ্ন করল, 'এখনও ওনার দেখা পেলাম না কেন?'

'উনি তো বাড়ি নেই এখন।'

'তাহলে যে তখন বল্লে, উনি আছেন।'

'তখন ছিল। এখন নেই। আসলে ওনার অনেক পাওনাদার বাড়ি বয়ে তাগাদা দিতে আসে, আর তখনই উনি পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। এখন আপনি উঠে গেলে, আমার রাজ্যের কাজ পড়ে আছে, আমি তাতে হাত লাগাতে পারি।'

'তা তুমি তখন থেকে চুপচাপ বসে আছোই বা কেন? আমি তো আর তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।'

'তা আসেন নি। কিন্তু এঘরটা তো অনেক মূল্যবান জিনিস দিয়ে সাজানো, সেসব কি কোনো অচেনা অতিথির আওতায় ফেলে রাখা যায়? আমি তাই গার্ডের কাজ করি। আপনি উঠে গেলে দরজা বন্ধ করে কাজে হাত লাগাবো।'

যুবকটি গৃহস্বামীর অতিথি আপ্যায়নের অভিনবত্বে মুগ্ধ!